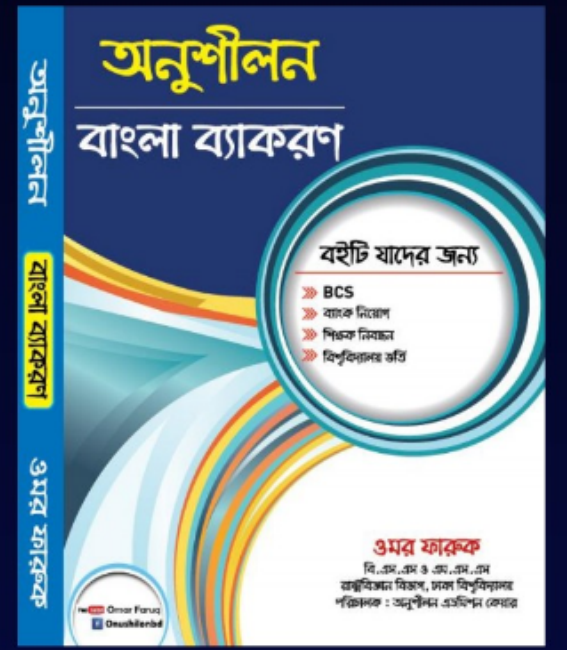


Bangla

প্রশ্ন বিশ্লেষণ



যেমন - কদম্বেন

১. 'যা চেটে খেতে হয়'- এর বাক্য সংকোচন হবে?

- ক. লেহ্য
- খ. চূষ্য
- গ. খাদ্য
- ঘ. পাদ্য

যুক্তান্তে (যে) - খাদ্য
সাঁঠে (যে) - খাদ্য

যেমন মাংস

ব্যাখ্যা : সাধারণত য-ফলা 'যোগ্যতা' অর্থ বোঝায়। যেমন- কাম্য (কামনার যোগ্য), সহ্য (সওয়ার যোগ্য)। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন- সামর্থ্য, দিব্য। প্রশ্নে বর্ণিত অপশনগুলোর অর্থ- চূষ্য (চুষে খাওয়ার যোগ্য), খাদ্য (খাবারের যোগ্য), পাদ্য (পা ধোয়ার উপযুক্ত জল), লেহ্য (চেটে খাওয়ার যোগ্য)। সুতরাং সঠিক উত্তর

যোগ্য

র্ষ

চুষে খাওয়ার যোগ্য : চুষ্য।
চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য : চর্ব্য।
চেটে খাওয়ার যোগ্য : লেখ্য।
বহন করার যোগ্য : বাহ্য।
পান করার যোগ্য : পেয়। = মুপেয়
বিক্রয় করার যোগ্য : বিক্রেয়।
খাওয়ার যোগ্য : খাদ্য।
পাঠ করার যোগ্য : পাঠ্য।
নিন্দার যোগ্য নয় : অনিন্দ্য।
শোনার যোগ্য : শ্রাব্য।

প্রশংসার যোগ্য : প্রশংসার্হ।
ধন্যবাদের যোগ্য : ধন্যবাদার্হ।
ঘৃণার যোগ্য : ঘৃণ্য/ ঘৃণার্হ।
নৌ চলাচলের যোগ্য : নাব্য।
মান-সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য : মাননীয়।
আরাধনা করিবার যোগ্য : আরাধ্য।
বরণ করিবার যোগ্য : বরেণ্য, বরণীয়।
✓ রন্ধনের যোগ্য : পাচ্য। পাচ্য
পা ধোয়ার জল : পাদ্য।
আয়ুর পক্ষে হিতকর : আয়ুষ্য।

২. নিচের কোনটি স্ত্রীবাচক শব্দ নয়?

ক. বোনাই

খ. রজকিনি

গ. সাধবী

ঘ. ভবানী

বোন ভামাই

সাধু

বোনাই পাঠ্য, বোনাই চৌধুরী

বোনাই বোন

ব্যাখ্যা : বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। অপশনে বর্ণিত রজক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রজকিনি, সাধু শব্দের স্ত্রীবাচক সাধবী, 'ভব' শব্দের স্ত্রীবাচক ভবানী। বোনাই অর্থ বোনের স্বামী। সুতরাং প্রশ্নের সঠিক উত্তর (ক)।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
অনাথ	অনাথা	ভব	ভবানী	সহোদর	সহোদরা
ব্যঙ্গমা	ব্যঙ্গমি	সাহেব	বিবি	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
সাধু	সাধ্বী	কল্যাণীয়েষু	কল্যাণীয়াসু	বিজ্ঞ	বিজ্ঞা
বীর	বীরাঙ্গনা	ময়ূর	ময়ূরী	শিষ্য	শিষ্যা
মহীয়ান	মহীয়সী	শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িত্রী	শ্যামল	শ্যামলা
কুহকী	কুহকিনী	অভাগা	অভাগিনি	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী
অভিসারী	অভিসারিণী	কাঙালি	কাঙালিনি	গোয়লা	গোয়ালিনি
মালী	মালিনী	কপোত	কপোতী	তালই/তাউই	মাউই
হতভাগা	হতভাগিনি	বোষ্টম	বোষ্টমি	বামন	বামনি
গৃহস্বামী	গৃহস্বামিনী	সাঁওতাল	সাঁওতালনি	দৌবারিক	দৌবারিকী
পূজারি	পূজারিনি	সুকেশ	সুকেশা	সুকেশী	সুকেশিনী
দুঃখী	দুঃখিনী	বর্ষীয়ান	বর্ষীয়সী	প্রথম	প্রথমা
লুক্র	লুক্কা	শ্যামল	শ্যামলা	পুত্রক	পুত্রকা

৩. নিচের কোন শব্দটি ব্যতিক্রম?

ক. কারখানা

খ. বেকার

গ. কারচুপি

ঘ. কারসাজি

সুন্দর শব্দ

নিম্নবর্ণিত
নিম্ন শব্দনা - সমজাতীয়
নিম্নতন্ত্র - নিম্ন শব্দ
নিম্ন শব্দ

ব্যাখ্যা : 'কার' একটি ফার্সি উপসর্গ। আমরা জানি 'উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। এটি অন্য অর্থবোধক শব্দের শুরুতে এসে অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।' প্রশ্নে বর্ণিত 'কারখানা, কারসাজি, কারচুপি' শব্দে উপসর্গের ব্যবহার হয়েছে। কারণ এই শব্দগুলোতে 'কার' উপসর্গ বাদ দিলেও অর্থবোধ শব্দ 'খানা, চুপি, সাজি' আছে। কিন্তু 'বেকার' শব্দে 'কার' উপসর্গ নয় বরং অর্থবোধক শব্দ হিসেবে 'কার' (কাজ) ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

৪. 'মোগো' আঞ্চলিক রূপের শিষ্ট পদ্যরূপ কোনটি?

ক. আমাদিগের

খ. আমাদের

গ. মোদের ✓✓

ঘ. আমরা

ব্যাখ্যা : আঞ্চলিক রীতিতে 'মোগো' শব্দটি বেশ প্রচলিত। যেমন- মোগো বাড়ি বরিশাল। অনেকেই প্রশ্নের উত্তরে 'মোগো' অর্থ 'আমাদের' উত্তর করবে। কিন্তু উত্তরটি ঠিক নয়। প্রশ্নে বলা হয়েছে 'পদ্যরূপ' কিন্তু 'আমাদের' শব্দটি গদ্যরূপ। পদ্যের ভাষায় যেমন অতুল প্রসাদ সেনের কবিতা 'মোদের গরব মোদের আশা; আমরা বাংলা ভাষা'। সঠিক উত্তর (গ)।

৫. বনের বাঘে নয়, মনের বাঘে খায়- রেখাঙ্কিত শব্দটি কোন কারক?

ক. কর্তৃকারক

খ. অপাদান

গ. কর্ম

ঘ. অধিকরণ

ভয়

যে— অপাদান

ব্যাখ্যা : ভয়, ডর ইত্যাদি বোঝালে অপাদান কারক হয়। সেই হিসেবে ‘মনের বাঘের’ নিহিতার্থ ভয়, সেই হিসেবে আমরা অনেকেই অপাদান কারক উত্তর দিব। কিন্তু উত্তর ঠিক হবে না। কারণ, ‘নিহিতার্থ’ কারকের আলোচ্য বিষয় নয়। যেমন- কোনো বিদেশিকে বলা হল, রফিক পটোল তুলেছে। এখন ‘পটোল তোলা’ এর বাগধারার অর্থ ‘মারা যাওয়া’। অথচ সেই বিদেশি এটি শুনলে বুঝবে ‘পটোল তুলতে ক্ষেতে গেছে’। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে নিহিতার্থ কারকের আলোচ্য বিষয় না। এই হিসেবে সঠিক উত্তর (ক)। এখানে খাওয়া ক্রিয়া ‘মনের বাঘ’ দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।

৬. বিমান হতে ত্রাণ ফেলা হয়েছিল- রেখাঙ্কিত পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. অপাদানে ৫মী

খ. কর্মে শূন্য

গ. সম্প্রদানে শূন্য

ঘ. অধিকরণে শূন্য

যা দেওয়া হই— সম্প্রদান

যা দেওয়া হই— ই

ব্যাখ্যা : ত্রাণ বা সাহায্য চিরতরে দেওয়া হয় তাই এটি অনেকেই সম্প্রদান কারক উত্তর দিবে।

কিন্তু সম্প্রদান কারকে ‘যা দেয়, তা সম্প্রদান নয়’। বরং যাকে দেওয়া হয়, তা-ই সম্প্রদান।

যেমন- রফিক ভিক্ষুককে টাকা দিল। এখানে টাকা সম্প্রদান নয়, বরং ‘ভিক্ষুককে’ সম্প্রদান।

‘টাকা’ কর্মকারক।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রশ্নোল্লিখিত বাক্যে ‘বিমান হতে ত্রাণ ফেলা হয়েছিল’ কিন্তু কার জন্য এই

ত্রাণ, তা বলা হয় নি। তাই ‘ত্রাণ’ এখানে কর্মকারক। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

৭. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়ের নিয়মে গঠিত?

ক. শরদিন্দু

খ. সদ্যবহার

গ. শারদীয়

ঘ. বিদ্যালয়

শরৎ + ইন্দু

সৎ + ব্যবহার

শরৎ + ঈদ

বিদ্যা + আলয়

আদি স্বরের
পরিবর্তন

ব্যাখ্যা : সাধারণত অর্থবোধক শব্দের সাথে অর্থহীন শব্দাংশ যুক্ত হয়ে প্রত্যয়ান্ত শব্দ গঠিত হয়।

সুতরাং এই প্রশ্নের অপশনে শব্দের শেষে যদি অর্থহীন শব্দাংশ পাওয়া যায় বা আদি স্বরের পরিবর্তন হয় তবে তাই প্রত্যয়। শরৎ (মাস) + ইন্দু (নক্ষত্র) = শরদিন্দু, সৎ + ব্যবহার =

সদ্যবহার, শরৎ + ঈদ = শারদীয়, বিদ্যা + আলয় (ঘর) = বিদ্যালয়।

সুতরাং অপশনগুলোতে দেখা যাচ্ছে শারদীয় শব্দের পরের অংশের অর্থ নেই এবং আদি স্বরের পরিবর্তন হয়েছে তাই এটিই প্রত্যয় সাধিত শব্দ। সুতরাং সঠিক উত্তর (গ)।

৮. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?

ক. অক্ষয় দত্ত

খ. মার্শম্যান

গ. ব্যাসি হ্যালহেড

ঘ. রামমোহন রায়

ব্যাখ্যা : ক. অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যের মননশীল ও পরিমার্জিত রূপ প্রদানকারী লেখক ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। খ. শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

গ. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন ব্যাসি হ্যালহেড। গ্রন্থটি প্রধানত ইংরেজি অংশত বাংলায় রচিত।

ঘ. ১৮২৬ সালে রামমোহন রায় ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লিখেন। এরপর তিনি স্কুল বুক সোসাইটির জন্য ঐ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে দেন যা ১৮৩৩ সালে গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে প্রকাশিত হয়। সঠিক উত্তর (গ)।

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন কোনটি?

ক. জঙ্গলে সাপ থাকে

খ. পোকায় ধান খেয়েছে

গ. হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ

ঘ. নয়নদের পরীক্ষা শেষ

যেমন যখন

দ্বিগুণিত —

Proper Noun

যদি নাম দাত
যদি বস্তু দাত
যদি নাম দাত

ব্যাখ্যা : অনেক ভাবেই বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ তৈরি করা যায়। যার মধ্যে অন্যতম দ্বিগুণিত মাধ্যমে বহুবচন। তবে জাতিবাচক বিশেষ্য একবচনে ব্যবহৃত হলেও তা বহুবচনের অর্থ দেয়। যেমন- বাঘ বনে থাকে (এখানে বাঘ একবচন ব্যবহৃত হলেও বহুবচন অর্থ দিচ্ছে)। তেমনিভাবে পোকায় ধান খেয়েছে। আমরা জানি, নামবাচক বিশেষ্যের কোনো বচন হয় না। কিন্তু নামবাচক বিশেষ্যকে যদি বহুবচন করে ব্যবহার করা হয়, তবে তা বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন। যেমন- সাকিবরা প্রতি ম্যাচে ভালো খেলে না। নজরুল প্রতি বছর জন্মায় না। নয়নদের পরীক্ষা শেষ। সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর (ঘ)।

শব্দ পরিণেয়

শব্দ

১০. নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তায় চলেছি একা- বাক্যে 'রাস্তা' কোন কারক?

ক. অধিকরণ

খ. করণ

গ. কর্ম

ঘ. সম্প্রদান

ব্যাখ্যা : স্বাভাবিকভাবে বাক্যটি পড়েই রাস্তাকে স্থান ভেবে অধিকরণ কারক উত্তর করবে। এমনি 'আমি নৌকায় ভ্রমণ করলাম' (Journey by boat) বাক্যে 'নৌকায়' অধিকরণ কারক উত্তর করবে। কিন্তু প্রকৃতার্থে 'রাস্তা' বা 'নৌকা' কোনোটিই মূল লক্ষ্যস্থল নয়। বরং এগুলো গন্তব্যস্থলে যাওয়ার মাধ্যম মাত্র। যেমন আমরা রাস্তায় চলে বাসায় যাই। নৌকায় চড়ে গ্রামের বাড়িতে যাই। তাই রাস্তা ও নৌকা করণ কারক। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

১১. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে- এখানে 'ধর্মের কল' কোন কারক?

ক. কর্তৃ

খ. কর্ম

গ. কারণ

ঘ. অধিকরণ

ব্যাখ্যা : এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা অনেকেই কর্মকারক উত্তর দিব। কারণ, আমরা পড়ে এসেছি যে 'কী/কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মকারক হয়। কিন্তু কী/কাকে- এর সূত্র ঠিক নয়। কারক চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে ক্রিয়া নির্ণয় করতে হবে। ক্রিয়ার কর্তাই কর্তৃকারক। বাক্যে 'নড়ে' ক্রিয়া। কোন জিনিসটি নড়ছে? ধর্মের কল। সুতরাং 'ধর্মের কল' কর্তৃকারক।

প্রসঙ্গত, 'বাতাসে' এখানে কারণ কারক। অর্থাৎ ধর্মের কল বাতাসের কারণে নড়ে। সঠিক উত্তর (ক)।

১২. বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ নয় কোনটি?

- ক. বকলম
- খ. নিমতিতা
- গ. হররোজ
- ঘ. গরহাজির

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে বর্ণিত চারটি অপশনেই ব, নিম, হর, গর বিদেশি উপসর্গ। কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, ‘খ’ অপশনে ‘নিম’ শব্দটি উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি কারণ উপসর্গ অর্থবোধক শব্দের পূর্বে বসে অর্থের পরিবর্তন করে। ‘নিম’ উপসর্গটি কম অর্থ প্রকাশ করে। যেমন- নিমরাজি, নিমখুন। কিন্তু এখানে ‘নিমতিতা’ অল্প তিতা বোঝাচ্ছে না, বরং নিমের ন্যায় তিতা বোঝাচ্ছে। এটি মূলত উপমান কর্মধারয়। আর ‘নিম’ শব্দটি ‘নিমগাছ’ বোঝাচ্ছে। সঠিক উত্তর (খ)।

১৩. নিচের কোনটি পুরুষ-স্ত্রীবাচক শব্দজোড় হিসেবে সঠিক?

ক. রাবণ-রাবণি

খ. ভাই-বোনাই

গ. সৌমিত্র-সুমিত্রা

ঘ. ভৃত্য-ভৃত্যা

কিভাবে গুণ
মেঘনাদ

মা-মাতা

ব্যাখ্যা : সাধারণত প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ হয়। তবে প্রত্যয় যোগ হলেও সর্বদা স্ত্রীবাচক শব্দ হয় না। এজন্য অর্থ সম্পর্কে জানা জরুরি। রাবণের পুত্র মেঘনাদকে বলা হয় রাবণি, বোনের স্বামীকে বলা হয় বোনাই, সুমিত্রার ছেলে লক্ষ্মণকে বলা হয় সৌমিত্র, ভৃত্য এর স্ত্রীবাচক শব্দ ভৃত্যা। সুতরাং সঠিক উত্তর (ঘ)।

সোনার চেয়ে মূল্যবান

১৪. এ মাটি সোনার বাড়া- এখানে সোনা কোন অর্থে ব্যবহৃত?

- ক. বিশেষণের অতিশায়ন
- খ. রূপপবাচক বিশেষণ
- গ. উপাদান বাচক বিশেষণ
- ঘ. বিধেয় বিশেষণ

ব্যাখ্যা : বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি একের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বুঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। 'এ মাটি সোনার বাড়া' শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়ন। এখানে সোনার বাড়া সোনার চেয়ে মূল্যবান মনে করা হয়েছে।

১৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?

ক. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

গ. বাংলা সাহিত্যের কথা

ঘ. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

ব্যাখ্যা : ক. ড. সুকুমার সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪খন্ড)।

খ. দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ।

গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লা রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (২খণ্ড) ও গোপাল হালদার রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

১৬. তুমি যা-ই হারাও, সব আমার দোষ দাও। বাক্যে 'হারাও' কোন ধাতু?

ক. প্রযোজক

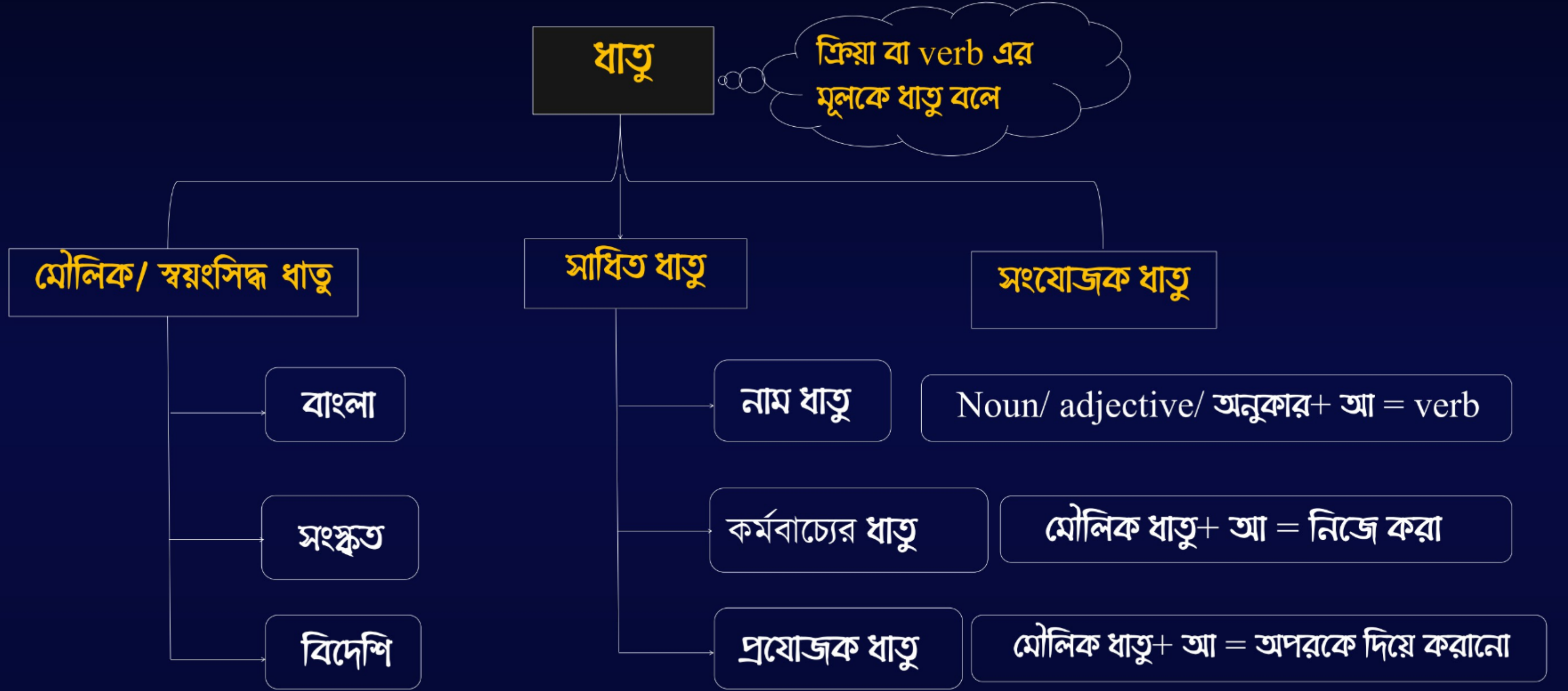
খ. কর্মবাচ্যের ধাতু

গ. সংযোজক ধাতু

ঘ. নাম ধাতু

নিজে হারাও
তুমি হারাও দাঁত হারাও

ব্যাখ্যা : প্রশ্নোক্ত বাক্যটি ভালোভাবে পড়ে উত্তর করা জরুরি। বোর্ড বইতে আছে 'যা কিছু হারায়, গিন্গী বলে কেঁটা বেটাই চোর' সেই হিসেবে অনেকেই একে 'কর্মবাচ্যের ধাতু' বলে উত্তর করবেন। কারণ 'যা কিছু হারায়' (হার+ আয়) বাক্যে নিজে নিজে হারানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নে বলা হয়েছে- 'যা কিছু হারাও' অর্থাৎ তুমি যা কিছু হারাও (অন্যকে হারানো) আমার দোষ দাও। সুতরাং এটি কর্মবাচ্যের ধাতু হবে না বরং এটি প্রযোজক ধাতুর উদাহরণ। সঠিক উত্তর (ক)।



১৭. স্বরসঙ্গতির ন্যায় পরিবর্তন করে নিচের কোনটি? (সংখ্যা জমক)

- ক) ব্যঞ্জন বিকৃতি পানি > হানি
খ. ধ্বনি বিপর্যয় রিকশা > রিশকা
গ. অন্তর্হতি মানুষ > মানু
ঘ. সমীভবন জন্ম > জন্ম

ব্যাখ্যা : স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে 'স্বরসঙ্গতি' বলে। স্বরসঙ্গতির ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সংখ্যার পরিবর্তন হয় না। যেমন- মুলা > মুলো উভয় শব্দে দুটি করে স্বরধ্বনি আছে। প্রশ্নে বলা হচ্ছে স্বরসঙ্গতির মতো সংখ্যার তারতম্য না করে ধ্বনি পরিবর্তন করে কোনটি। এক্ষেত্রে উত্তর হবে ব্যঞ্জন বিকৃতি। কারণ, ব্যঞ্জন বিকৃতিতে কেবল ধ্বনির পরিবর্তন হয় কিন্তু ব্যঞ্জন সংখ্যার পরিবর্তন হয় না। যেমন- পানি > হানি (দুটি ব্যঞ্জন)। সঠিক উত্তর (ক)।

** ধ্বনি বিপর্যয় : ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান পরিবর্তন। যেমন- রিকশা > রিশকা।

** অন্তর্হতি : ব্যঞ্জনবর্ণের বিলুপ্তি। যেমন- মানুষ > মানু।

** সমীভবন : দুটি ভিন্ন ধ্বনিকে এক করে ফেলা। যেমন- জন্ম > জন্ম, পদ্মা > পদা ইত্যাদি।

১৮. কোন বানানটি ভুল?

ক. দ্বন্দ্ব

খ. নিরবচ্ছিন্ন

গ. কঙ্কন

ঘ. সূষ্ঠু

১৩৩৬২

ব্যাখ্যা : আমরা এমন কিছু বানান ব্যবহার করি যা দেখতে সঠিক মনে হলেও বাস্তবে ভুল। দ্বন্দ্ব (দ+ ব+ ন+ দ+ ব) বানান সঠিক যদিও অনেকে দ্বন্ধ (দ+ব+ন+দ+ধ) লিখে যা ভুল। প্রচলিত বানানে আমরা ‘নিরবিচ্ছিন্ন’ লিখি যা ভুল। সঠিক বানান ‘নিরবচ্ছিন্ন’। কঙ্কন বানানে ‘ন’ না হয়ে ণ (কঙ্কণ) হবে। ‘সূষ্ঠু’ না হয়ে শুদ্ধ বানান ‘সুষ্ঠু’ হবে। তাহলে সঠিক উত্তর (গ)।

১৯. নিচের কোনটি বিরাম চিহ্ন নয়?

ক. হাইফেন

খ. দাঁড়ি

গ. পাদচ্ছেদ

ঘ. বিস্ময় চিহ্ন

যেসব থামার
হয়

ব্যাখ্যা : এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা অনেকেই সংশয়ে পড়ে যাবে। কারণ, অনেকেই বিরাম চিহ্ন ও যতি চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য জানেন না। মূলত যেসব যতি চিহ্নে থামার প্রয়োজন হয়, তাকেই বিরাম চিহ্ন বলে। মোট বিরাম চিহ্ন নয়টি। আর যতি চিহ্ন ১২/ ১৬টি। উপরের অপশনে ‘হাইফেনে’ থামার প্রয়োজন পড়ে না, তাই এটিই উত্তর হবে। সঠিক উত্তর (ক)।

উল্লেখ্য, প্রাচীন বাংলায় এত যতি চিহ্ন ছিল না। কেবল এক দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥) বিরাম চিহ্ন ছিল।

বিরাম চিহ্নে বিরতিকাল	
১ সেকেন্ড থামতে হবে	বিস্ময়, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক, কোলন, কোলন ড্যাস, ড্যাস
১ বলতে যতটুকু সময় লাগে	কমা, উদ্ধরণ চিহ্ন
১ বলার দ্বিগুন সময়	সেমিকোলন
থামার প্রয়োজন নেই	হাইফেন, ইলেক, ব্র্যাকেট

২০. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন, দুর্বোধ্যতা ইত্যাদি বাক্যের কোন দোষের সাথে জড়িত?

ক. বাহুল্য দোষ

খ. যোগ্যতা

গ. আকাজক্ষা

ঘ. আসত্তি

ব্যাখ্যা : একটি সার্থক বাক্যের জন্য তিনটি গুণ (আকাজক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা) থাকা আবশ্যিক। তবে এই যোগ্যতার সাথে আরও ছয়টি বিষয় জড়িত। যথা- দুর্বোধ্যতা, বাহুল্য দোষ, বাগধারার শব্দ পরিবর্তন, রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা, উপমার ভুল প্রয়োগ ও গুরুচণ্ডালী। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

বাক্যের অপপ্রয়োগ



Thank You